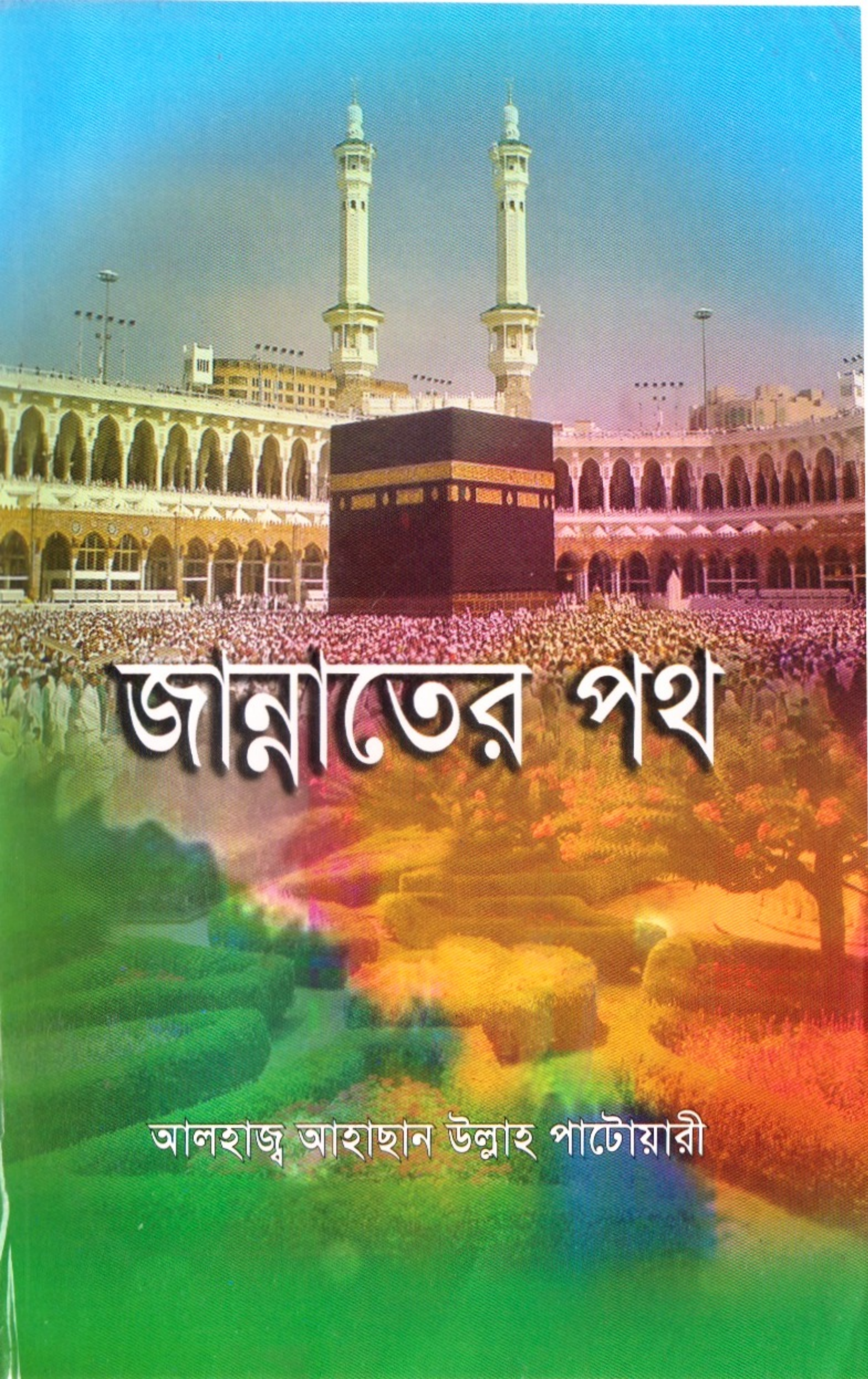

জান্নাতের পথ

আলহাজ্ব আহাছান উল্লাহ পাটোয়ারী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জান্নাতের পথ

(সদস্য প্রার্থী গাইড বই)

আলহাজ্ব আহাছান উল্লাহ্ পাটোয়ারী

www.pathagar.com

জান্নাতের পথ

আলহাজ্ব আহাছান উল্লাহ্ পাটোয়ারী
বীরমুক্তি যোদ্ধা, (সনদপ্রাপ্ত), গ্রাম-শহীদ সৈয়দ নগর, (সানকিসাইর)
পোষ্ট-দক্ষিণ বালিথুবা, থানা-ফরিদগঞ্জ, জিলা-চাঁদপুর
মোবাইল : ০১৮৪৩-৯২৬১২৫, ০১১৯১-২২৫৯৭৯

প্রকাশনায়
প্রকৌশলী মোঃ আবুল হাসেম
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড়মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন- ৮৩৫৮১৭৭, ০১৫৫২৩২৭৫৯৩

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি – ২০১২
সফর – ১৪৩৩
পৌষ – ১৪১৮

নির্ধারিত মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

Jannater Path : By Alhaj Ahasan Ullah Patwary, Published by Engineer Md. Abul Hashem, 435, Elephant Road, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh. 1st Edition :January 2012. **Fixed Price : 25.00 Taka Only.**

www.pathagar.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাবারাকহু ওয়া তায়ালার, যিনি সৃষ্টি করেছেন বিশ্বভূমণ্ডল। আসমান যমীনের মালিক, বিশ্ব প্রতিপালক। সালাত ও সালাম আখেরি নবী এবং নবীকুলের শিরোমণি ও সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যার উসিলায় বিশ্ব মানবকুল পেয়েছে আলোর পথের সন্ধান ও অপুরন্ত কল্যাণ।

গত ২৮শে অক্টোবর ২০১০ ইং তারিখে বাংলাদেশ সরকার একটি শাহাদাত বার্ষিকী দোয়ার মাহফিল হতে আমাকে এবং সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সহ মোট ২০ জনকে গ্রেপ্তার করে কারাবন্দী করে। এর পর একের পর এক ৬টি মিথ্যা মামলা দিয়ে সাড়ে নয় মাস কারাবন্দী করে রাখে। আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ রহমতে এবং সংগঠিত দ্বীনি ভাই ও বোনদের প্রাণভরা দোয়ার বরকতে গত ১০ই আগস্ট ২০১১ ইং তারিখে কারাগার হতে জামিনে মুক্তি লাভ করি। আল্লাহ্ তায়ালা কারাবন্দী থাকাকালীন সময়টাকে কাজে লাগাবার একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে আমি ৩টি পুস্তক রচনা করতে সক্ষম হই। সেগুলোর একটির নাম হচ্ছে "জান্নাতের পথ"।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কালামে জানিয়ে দেন যে, "হে মুমিনগণ তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা।" তারই আলোকে বইটি রচনা করা হয়েছে সংগঠনের অনেক জানবাজ কর্মী ভাই ও বোন জামায়াতের সদস্য হতে আগ্রহী। কিন্তু সদস্য হওয়ার নিমিত্তে ইসলামী জ্ঞান আহরণের জন্য যে সিলেবাস রাখা হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করতে অনেকেই হিমসিম খাচ্ছেন। তাই তারা যেন সহজে সদস্য হতে পারেন, সে লক্ষ্যে অতি সংক্ষেপে বইটি লিখা হয়েছে। আশা করি এ ক্ষুদ্রাকৃতির বইটি সদস্য হওয়ার প্রতিবন্দকতা দূর করে দিবে এবং সহজেই সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। আমার এ লেখার উসিলায় যদি কোন মুমিন ভাই ও বোন ইসলামের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারেন তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে মনে করব।

আমার ক্ষুদ্র লিখনিতে যদি কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি গোচরীভূত হয় তবে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সংশোধনের নিমিত্তে জানালে খুশি হব। আমীন!

আলহাজ্ব আহাছান উল্লাহ পাটোয়ারী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
◆ মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করা আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ	৫
◆ সংগঠনভুক্ত হয়ে আল্লাহ্র রজ্জুকে মজবুত হস্তে ধারণের নির্দেশ	৯
◆ দাওয়াত ও তাবলীগ নবী রাসূলগণের মিশন ছিল এবং উম্মতে মুহাম্মদীর কাজ	১০
◆ ঈমান ও আমল সম্পর্কে নির্দেশ	১১
◆ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের নির্দেশ	১৩
◆ সহকর্মীদের সাথে আচরণ ও নেতৃত্বের গুণাগুণ	১৪
◆ তাকওয়া বা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অন্তরে ভয় পোষণ	১৬
◆ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আদর্শ ও আনুগত্য	১৭
◆ বাইয়াত ফী ইয়াদুল্লাহ বা আল্লাহ্র হাতে বাইয়াত	১৯
◆ মুমিনের সকল কাজই আল্লাহ্র জন্য	২০
◆ ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিলের নির্দেশ	২২
◆ নিজেকে ও আহালকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার নির্দেশ	২৩
◆ পুরুষ ও নারীর প্রতি পর্দার নির্দেশ	২৪
◆ আল্লাহ্র পথে ব্যয় বা দান করার নির্দেশ	২৬
◆ আল্লাহ্র পথে ব্যয় বা দান যাদেরকে দিতে হবে	২৭
◆ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে শয়তানের বাধা	২৮
◆ মহাগ্রন্থ আল কুরআন কি জন্য নাযিল হয়েছে এবং কুরআনে কি আছে	২৯
◆ খালেস তাওবার মাধ্যমে কৃত গুণাহের ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ	৩০
◆ নামায ও রোজার গুরুত্ব ও নির্দেশ	৩১
◆ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহ্র পথে সর্বাত্মকরণ প্রচেষ্টা	৩৩
◆ সদস্য বা রুকন প্রার্থীর সংক্ষিপ্ত ইসলামী সাহিত্যের সিলেবাস	৩৮
◆ পয়েন্ট আকারে কয়েকটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৩৯
১. পরিচিতি	৩৯
২. ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী	৪১
৩. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি	৪৪
৪. হেদায়াত	৪৪
৫. সত্যের স্বাক্ষ্য	৪৫
৬. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান	৪৬
৭. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য	৪৭
৮. আল্লাহ্র পথে জিহাদ	৪৭
৯. গঠনতন্ত্র	৪৮
◆ অযু, গোসল, তাইয়্যাম্মুম, নামায ও রোজার ফরয ও ওয়াজিব সমূহের বর্ণনা	৫৩
◆ বিশেষ দ্রষ্টব্য	৫৬

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করা আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ

মহান আল্লাহ্ জাল্লাহ শানুহু রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে ঘোষণা করেন যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٠٢)

"হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, তোমরা আল্লাহ্কে যেভাবে ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০২) মুসলমান হওয়ার জন্য কোন পথ অবলম্বন করতে হবে আল্লাহ্ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (١٠٣)

"আর তোমরা সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র রজ্জুকে (কোরআন) সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

এ দু'টি আয়াতে মহান আল্লাহ্ তায়ালা যা বলেছেন তাতে এ কথাই প্রতিয়মান হয় যে, ঈমান গ্রহণকারী বা মুমিনগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে– "তোমরা সর্বান্তকরণে আল্লাহ্কে ভয় কর।" অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সব সময় আল্লাহ্কে ভয় করা চাই। এ ভয় মানুষের মধ্যে কীভাবে আসবে, আল্লাহ্কে তো দেখা যায় না বা তাঁর কথাও শোনা যায় না। এমতাবস্তায় আল্লাহ্কে ভয় করার পদ্ধতি হলো :

১. আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত সকল আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা। অর্থাৎ সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁর আদেশজনিত কাজগুলোকে সর্বান্তকরণে মেনে চলা বা

www.pathagar.com

পালন করা এবং নিষেধজনিত সকল কাজ থেকে সর্বশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং বিবেকের বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এতে দেখা যাবে আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌কে ভয় করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে, তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। এখানে দু'টো দিক রয়েছে, একটি হচ্ছে– মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করলে কি ক্ষতি হবে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে– মুসলমান কীভাবে হওয়া যাবে বা কি কাজ করতে হবে? তৃতীয়টি হচ্ছে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করলে কি লাভ হবে?

আল্লাহ্ তায়ালা বলে দিয়েছেন, তোমরা যদি মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর তবে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং সেখায় কঠিন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। যে আযাব বা কষ্টের কোন তুলনা পৃথিবীতে নেই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে– মুসলমান কীভাবে কি কাজের মাধ্যমে হওয়া যাবে? তবে হ্যাঁ–মুসলমান হওয়া একটু কঠিন সাধ্য ব্যাপার। যেমন– আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (٦)

"হে মানুষ, তোমাকে তোমার প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করতে হলে যথাসাধ্য কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। (সূরা আল ইনশিকাক : ৬)

অতএব, মুসলমান হওয়ার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে, যথা– ১. ঈমান গ্রহণ করতে হবে ২. পূর্ববর্তী কৃতগুণাসমূহের জন্য খালেছ তাওবা করা চাই ৩. জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা ৪. রমজান মাসের রোজা পালন করতে হবে ৫. কোরআন ও হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞান আহরণ করতে হবে ৬. ইসলামি সংগঠন ভুক্ত হয়ে সংগঠনের একজন সক্রিয় রুকন বা সদস্য হতে হবে, যাতে করে আল্লাহ্ তায়ালার সকল বিধি-বিধান পালনে সামর্থবান হওয়া যায়। কেননা ইসলাম বৈরাগ্যবাদ নয়। ইসলাম হচ্ছে সমষ্টিগত ধর্ম, যা সমষ্টিগতভাবে পালন না করলে বা কাজ না করলে পরিপূর্ণ ইসলামের ধারক বাহক হওয়া যায় না। আর পরিপূর্ণ ইসলাম গ্রহণ না করে কেউ মুসলমান হওয়ার দাবীদার হতে

www.pathagar.com

পারে না। পরিপূর্ণ ইসলাম পালনে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হবে, সে কথা আল্লাহ্ তায়ালা পূর্বেই বলে দিয়েছেন। (উল্লেখ যে, সংগঠন সম্পর্কে জানতে হলে অধ্যয়ন করুন লিখকের 'ইবাদতের তত্ত্বকথা')। আর এ কাজগুলো প্রতিযোগিতার সাথে করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন যে,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢) وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)

"আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত করা হয়। আর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতার সাথে ছুটে চল যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন ব্যাপৃত, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের (মুসলমান) জন্য।" (সূরা আলে ইমরান : ১৩২-১৩৩)

আরও একটি আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে,

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢١)

"তোমরা প্রতিযোগিতার সাথে এগিয়ে চলো তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য।" (সূরা আল হাদীদ :২১)

তাই আল্লাহ্ তায়ালার মহা মূল্যবান জান্নাত পেতে হলে যথাসাধ্য কষ্ট স্বীকার করতে হবে এবং প্রতিযোগিতার সাথে প্রতিটি কাজ করা চাই। আল্লাহ্ তায়ালা অলসতাকে মোটেই পছন্দ করেন না বিধায় তিনি বলেন :

www.pathagar.com

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (١٤٢)

"একশ্রেণীর লোক আছে, তারা যখন নামাযে আসে ও দাঁড়ায়, একান্ত শৈথিল্যভাবে লোক দেখানোর জন্য, আর তারা আল্লাহ্‌র বিধান খুব কমই মেনে চলে।" (সূরা আন নিসা : ১৪২)

এ অলসতার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তায়ালা অন্য আয়াতে এদেরকে মুনাফেক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর মুনাফেক কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট।

পূর্বে যে ছয়টি কাজের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর প্রথম পাঁচটি কাজের সাথে আরও দুইটি কাজ রয়েছে, তা হলো: হাজ্ব ও যাকাত। যা আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে সম্পৃক্ত। নিসাব পরিমাণ অর্থ থাকলে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে এবং হাজ্ব পালন করা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। ছয় নং কাজের কথা বলা হয়েছে– ইসলামি সংগঠনের সাথে সংযুক্ত হয়ে একজন সক্রিয় রুকন বা সদস্য হওয়া। উল্লেখ্য যে, ইসলামি সংগঠন বলতে অনেক সংগঠন রয়েছে। তবে দেখার বিষয় এটা যে, কোন্ সংগঠন তার কর্মীর মান উন্নয়নের জন্য গুরুত্বারোপ করে থাকে। যেমন– কর্মীকে প্রতিনিয়ত অর্থ ও ব্যাখ্যা সহকারে কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে, ইসলামি সাহিত্য রীতিমত নির্ধারিত হারে পড়তে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করতে হবে। অপর ভাইকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার লক্ষ্যে এ পথে আসার জন্য দাওয়াত দিতে হবে এবং সংগঠনের মধ্যে শামিল করার জন্য মন-মানসিকতার পরিবর্তন করাতে হবে। অতএব যে সংগঠন তার কর্মীকে জান্নাতের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত তদারকি করে তাকে এগিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলা যাবে পরিপূর্ণ ইসলামি সংগঠন।

তাই যে সংগঠনের মধ্যে ব্যক্তির মান উন্নয়নের জন্য এ ধরনের কাজের ও শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে সে সংগঠনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করার নিমিত্তে

www.pathagar.com

অর্থাৎ দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালনের জন্য রুকন বা সদস্য হওয়া জরুরী। সদস্য হওয়ার জন্য যে জ্ঞান অর্জন জরুরী ও কি কি কাজ করতে হবে নিম্নে তা পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হয়েছে।

কোরআন ও হাদীসে বিভিন্ন বিষয়ে যে দিক নির্দেশনা এসেছে তা পেশ করা হলো (সংক্ষিপ্ত)।

সংগঠনভুক্ত হয়ে আল্লাহ্র রজ্জুকে মজবুত হস্তে ধারণের নির্দেশ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (١٠٣)

ক) আর তোমরা সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র রজ্জুকে (কোরআন) মজবুত হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧)

খ) হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা করবেন। (সূরা মুহাম্মদ : ৭)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ (٤)

গ) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসে, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (সূরা আছ ছফ : ৪)

হাদীস : ক) রাসূল (সা.) বলেন– যে ব্যক্তি জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করতে চায় সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে। (সহীহ মুসলিম)

খ) রাসূল (সা.) বলেন– মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি প্রাচীরের ন্যায়, যার একটি অংশ অপর অংশকে মজবুত করে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগ নবী রাসূলগণের মিশন ছিল এবং উম্মতে মুহাম্মদীর কাজ

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ (١٣)

ক) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে আমি যা প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এ মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করোনা। (সূরা আশ শূরা : ১৩)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤)

খ) তার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়, নিজে সৎ কর্ম করে এবং বলে আমি একজন মুসলমান। সমান নয় ভালো ও মন্দ, জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সূরা হা-মীম-আস সাজদা : ৩৩-৩৪)

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (١٢٥)

www.pathagar.com

গ) আপনার প্রভুর পথের দিকে আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তম রূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উপযুক্ত পন্থায়। (সূরা আন্ নাহল : ১২৫)

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨)

ঘ) বলে দিন, এ আমার পথ, আমি আল্লাহ্‌র দিকে বুঝে সুজে দাওয়াত দেই, আমি এবং আমার অনুসারিরা, আল্লাহ্ পবিত্র, আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউসুফ : ১০৮)

ঈমান ও আমল সম্পর্কে নির্দেশ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)

ক) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে সব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে সব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (সূরা আল বাকারা : ৩-৪)

وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١)

www.pathagar.com

খ) আর তোমরা সেই কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্য হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুত: তোমরা তার অস্বীকারকারী হয়োনা, আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিওনা এবং আমার আযাব থেকে বেঁচে থাক। (সূরা আল বাকারা : ৪১)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (٦٧)

গ) হে রাসূল : পৌছে দিন আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি এ কাজ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌছালেন না, আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। (সূরা আল মায়েদা : ৬৭)

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ (٢٣)

ঘ) আল্লাহ্ তায়ালার বাণী পৌছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। (সূরা জ্বিন : ২৩)

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ

হাদীস : (ক) "মান আহাব্বা লিল্লাহি ওয়া আবগাধা লিল্লাহি ওয়া আতোয়া লিল্লাহ। ওয়া মানায়া লিল্লাহ পাকাদিস্তাক মানাল ঈমান"। (সহীহ বুখারী)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসলো আল্লাহ্র জন্য, কাউকে ঘৃণা করলো আল্লাহ্র জন্য, কাউকে কিছু দান করলো আল্লাহ্র জন্য। সে তার ঈমানকে মজবুতির সাথে গ্রহণ করলো।

عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً

www.pathagar.com

খ) হরযত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌কে রব অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের অধিকারী মালিক ও সৃষ্টিকর্তা এবং ইসলামকে দ্বীন অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাপনা ও মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূল অর্থাৎ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে প্রকৃত ঈমানদার। (বুখারী ও মুসলিম)

গ) ঈমানের পরিচয়– রাসূল (সাঃ) বলেন : তোমাদের ভালো কাজ যখন তোমাদেরকে আনন্দ দান করবে আর তোমাদের মন্দ কাজ যখন তোমাদেরকে অনুতপ্ত ও আপসোস প্রদান করবে, তখন বুঝতে হবে যে, তুমি মুমিন। (সুহীহ মুসলিম)

ঘ) হযরত আমর বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত : আমি রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, ঈমান কি? জবাবে তিনি বলেন– ছবর অর্থাৎ ধৈর্য্য ও সহনশীলতা এবং ছামাহাত অর্থাৎ দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতাই হচ্ছে ঈমান। (সহীহ মুসলিম)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের নির্দেশ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (١١٠)

ক) তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত বা জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে, অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখবে। (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

www.pathagar.com

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎ কর্মের প্রতি, ভালো কাজের প্রতি নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে, আর তারাই হলো সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)

হাদীস : (ক) হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেনঃ তোমরা অবশ্য লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। অন্যথায় তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আসবে। অতঃপর তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌কে ডাকবে কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না বা তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করা হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

খ) রাসূল (সাঃ) বলেন– তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

গ) আরও একটি হাদীসে বর্ণনা এসেছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেন– যদি কোন ব্যক্তি কাউকে আল্লাহ্‌র বিধান বহির্ভুত কাজের দিকে আহ্বান জানায়, আহ্বানকারী অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সাহাবাগণ (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি সে ব্যক্তি নামাযি ও রোজাদার হয় তবুও কি? রাসূল (সাঃ) বলেন– যদি সে নামাযি ও রোজাদার হয় এবং নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবী করে, তবুও সে জাহান্নামী। (সহীহ মুসলিম)

সহকর্মীদের সাথে আচরণ ও নেতৃত্বের গুণাগুণ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

www.pathagar.com

ক) আল্লাহ্‌র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি আপনি রুক্ষ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ্‌ তায়ালার উপর ভরসা করুন, আল্লাহ্‌ তাঁর উপর তাওয়াক্কালকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

খ) মুমিনগণতো পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (সূরা আল হুজুরাত : ১০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

গ) মুমিনগণ, কেহ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারীনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ

www.pathagar.com

নামে ডেকোনা। কেহ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুণাহের কাজ। যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা না করে তারাই যালেম। (সূরা আল হুজরাত : ১১)

তাকওয়া বা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অন্তরে ভয় পোষণ

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)

ক) আর তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করে নাও, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাকো, হে বুদ্ধিমানগণ। (সূরা আল বাকারা : ১৯৭)

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٩)

খ) অতএব তোমরা ঈমান স্থাপন করো আল্লাহ্‌র প্রতি ও রাসূলের প্রতি, যদি তোমরা ঈমান গ্রহণ করে থাকো এবং তাকওয়া (অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়) অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৯)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١)

"হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। আশা করা যায় তোমরা মোত্তাকী হতে পারবে।" (সূরা আল বাকারা : ২১)

হাদীস : (ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ, ও হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হলো প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা। আল্লাহ্‌কে সর্বদা স্মরণে রাখা, কখনো ভুলে না যাওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া। (বাহরে মুহীত)

www.pathagar.com

খ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা:) বলেনঃ কোন ব্যক্তি অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে তা তাকওয়ার হকের পরিপন্থি হবে না। (কানজুল উম্মাহ)

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আদর্শ ও আনুগত্য

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

ক) যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা পোষণ করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রয়েছে রাসূল (সা:) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ ও নমুনা। (সূরা আল আহযাব : ২১)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣١)

খ) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, তাতে আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

গ) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য কর, মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যাদের আদেশ ও নিষেধ করার ইখতিয়ার রয়েছে তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড় তাহলে তা আল্লাহ্

www.pathagar.com

ও তার রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো, আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিকে উত্তম। (সূরা আন নিসা : ৫৯)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤)

ঘ) আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ-কিছুই নন্। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পিছনে সরে যায় তবে তাতে আল্লাহ্র কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি পায় না। আর যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ্ তাদের সওয়াব দান করবেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

হাদীস : (ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন– রাসূল (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের শাসক যে পর্যন্ত কোন পাপ কাজের আদেশ না করবে সে পর্যন্ত তার আদেশ শোনা ও মেনে কাজ করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক আর না হোক। তবে হ্যাঁ, সে যদি কোন পাপ কাজের আদেশ করে, তাহলে তাঁর কথা শোনা বা আনুগত্য করা জায়েয নয়। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

খ) হযরত হোসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন : কোন নাক চেপ্টা গোলামকে যদি তোমাদের আমির নির্বাচিত করা হয় এবং সে আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব অনুসারে তোমাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহলে তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে। (সহীহ মুসলিম)

গ) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন– গুণাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু নেক কাজের ব্যাপারে থাকবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهُ وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ

ঘ) রাসূল (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যে (ইসলামি সংগঠনের) আমীরের আনুগত্য করল সে প্রকৃত পক্ষে আমারই আনুগত্য করল। (সহীহ মুসলিম)

বাইয়াত ফী ইয়াদুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র হাতে বাইয়াত

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١)

ক) আল্লাহ্ মুসলমানদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এ মূল্যে যে তাদেরকে জান্নাত দান করবেন, তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে, অতঃপর তারা মারে ও মরে। একথা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে রয়েছে, এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে তিনি অবিচল। আর আল্লাহ্‌র চেয়ে ওয়াদা রক্ষায় কে অবিচল? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর যা তোমরা তাঁর সাথে করছ। আর এটাই মহা সাফল্য। (সূরা আত্ তাওবাহ : ১১১)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠)

www.pathagar.com

খ) যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে তারা তো আল্লাহ্‌র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে সে অবশ্যই তা নিজের ক্ষতিই করে এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার বহাল রাখে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন। (সূরা আল ফাতহ্ : ১০)

হাদীস : (ক) রাসূল (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়া মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ্ মুসলিম)

খ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমরা যে অঙ্গিকার করলাম এতে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোন শর্ত থাকলে তা পরিস্কার করে বলে দিন। জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেন : আল্লাহ্‌র ব্যাপারে শর্ত এ যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁকে ছাড়া আর কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত এ যে, তোমরা আমার হেফাজত করবে, যেমন নিজের জান-মালের এবং সন্তানের হেফাজত কর। আমরা আরয করলাম, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেনঃ মহা মূল্যবান জান্নাত। একথা শুনে আমরা আনন্দে উল্লসিত হয়ে বললাম, এ চুক্তি আমরা কখনো ভঙ্গ করব না। (সহীহ্ বুখারী)

মুমিনের সকল কাজই আল্লাহ্‌র জন্য

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)

ক) আপনি বলুন : আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্যে। (সূরা আল আনয়াম : ১৬২)

www.pathagar.com

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)

খ) তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণের পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে। (সূরা আল হুজরাত : ১৫)

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (١١٢)

গ) মুমিন তারাই, যারা তাওবাহকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোজা পালনকারী, রুকু ও সেজদা আদায়কারী, সৎ কাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহ্র দেওয়া সীমাসমূহের হেফাজতকারী। বস্তুত: সুসংবাদ রয়েছে মুমিনদের জন্য। (সূরা আত তাওবাহ : ১১২)

হাদীস : (ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূল (সা:) এর কাছে নিবেদন করলাম, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? জবাবে তিনি বলেন : ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে নামায আদায় করা। আমি আবার বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বলেন- পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও কোমল ব্যবহার করা। আমি পুনরায় বললাম এর পর কোনটি? তিনি বলেন- আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিলের নির্দেশ

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (١٩)

ক) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (٣)

খ) আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (সূরা আল মায়েদা : ৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٢٠٨)

গ) হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আল বাকারা : ২০৮)

টীকাঃ যারা ইসলামকে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকায় ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, সামাজিক আচার ব্যবহার ও অন্যান্য কাজ কর্মকে ইসলামি বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্ক বাণী দেওয়া হয়েছে। কিছু সংখ্যক দ্বীনদারদের মধ্যে এ ত্রুটি বেশীর ভাগ দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন কার্যক্রম যেমন, ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবন রাষ্ট্র পরিচালনা, অফিস-আদালত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের যে নির্দেশ রয়েছে সে সব বিষয়ে একেবারেই উদাসীন বা অজ্ঞ। মনে হয় এসব বিষয়ে ইসলামের যে নির্দেশ রয়েছে, এরা যেন সে সব

www.pathagar.com

বিষয়ে ইসলামের নির্দেশকে বিশ্বাসই করে না। তাই এগুলো সম্পর্কে জানতে ও শিখতে যেমন তাদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এগুলোর প্রচলন ঘটাতেও তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

রাসূল (সাঃ)-ই ইসলামের একমাত্র মাপকাঠি –

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)

অতএব তোমার পালন কর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মেনে না নিবে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা থাকবে না এবং তা খুশি মনে কবুল করে নিবে। (সূরা আন নিসা : ৬৫)

টীকা : কোরআনের বাণীসমূহের উপর আমল করা মহানবী (সাঃ) এর যুগের সাথেই সীমিত নয়! বরং তাঁর তিরোধানের পরও তাঁর শরীয়তের মীমাংসাই হলো তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। আর এটাই হলো প্রকৃতপক্ষে তাঁর অনুসরণ।

নিজেকে ও আহালকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার নির্দেশ

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١٥)

ক) (হে রাসূল) বলে দিন, তারাই প্রকৃত দেউলিয়া যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে, শুনে নাও, এটাই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা। (সূরা আয যুমার : ১৫)

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

খ) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর, যথায় নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ তায়ালা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (সূরা আত তাহরীম : ৬)

হাদীস : (ক) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূল (সাঃ) থেকে জানতে চাইলাম; নিজে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারটিতো বুঝে আসে কিন্তু আহাল অর্থাৎ পরিবার পরিজনকে কিভাবে রক্ষা করব? জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেন : এর উপায় এটা যে, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তোমরা তাদেরকে সে সকল কাজ থেকে বিরত রাখ অর্থাৎ বাধা দাও এবং সেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার পরিজনকে সে সকল কাজ করতে আদেশ কর এবং তাতে উদ্বুদ্ধ কর। এ কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। (বায়ানুল কোরআন)

পুরুষ ও নারীর প্রতি পর্দার নির্দেশ

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

www.pathagar.com

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (٣١)

ক) মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে। (সূরা আন নূর : ৩০-৩১)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥٩)

খ) হে নবী, আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়াদংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আল আহযাব : ৫৯)

হাদীস : (ক) হযরত বারীদাহ (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা:) হযরত আলী (রা:)-কে বলেন : হে আলী প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার তাকাবেনা কারণ প্রথম দৃষ্টি তোমার কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার নয়। (তা শয়তানের যা ক্ষমা করা হবে না)। (সুনানে আবু দাউদ)

খ) নবী (সা:) বলেন– যে ব্যক্তি অপর নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিন তার চোখে তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর)

www.pathagar.com

আল্লাহ্র পথে ব্যয় বা দান করার নির্দেশ

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

ক) এমন কে আছ যে, আল্লাহ্কে করজ দিবে, উত্তম করজ, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহ্ই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা ফিরে যাবে। (সূরা আল বাকারা : ২৪৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)

খ) হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, আমি তোমাদেরকে যে রুজি দিয়েছি সে দিন (কিয়ামত) আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে কোন বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব, আর কাফেরাই প্রকৃত যালেম। (সূরা আল বাকারা : ২৫৪)

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

গ) যারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের জন্য রয়েছে সাওয়াব তাদের পালন কর্তার কাছে, তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। (সূরা আল বাকারাহ : ২৭৪)

www.pathagar.com

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١٨)

ঘ) নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী (মুমিন) যারা আল্লাহ্‌কে উত্তম ধার দিবে, এরপর তাদেরকে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার (সূরা হাদীদ : ১৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩) وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ (١٠)

ঙ) মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয় তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে হে আমার পালন কর্তা, আমাকে আরও কিছু কাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সূরা আল মুনাফিকুন : ৯-১০)

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় বা দান যাদেরকে দিতে হবে

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (١٧٧)

www.pathagar.com

ক) আর সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ্‌রই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী কৃতদাসদের জন্য। (সূরা আল বাকারা : ১৭৭)

وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

খ) আর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (সূরা আছ ছফ : ১১)

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে শয়তানের বাধা–

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨)

গ) শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সুবিজ্ঞ। (সূরা আল বাকারা : ২৬৮)

হাদীস : (ক) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন : দুনিয়ার মোহ, লোভ-লালসাই সকল গুণাহের উৎস। যেমন :

১. সংসারের প্রতি আশক্ত হয়ে পড়া;

২. সম্পদের লোভে দীর্ঘ আশা পোষণ করা;

৩. আল্লাহ্‌র ভয়ে চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া;

৪. নির্দয় কঠোর হৃদয় হওয়া।

খ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি পাহাড় থাকে, তবে সে আরও দুটি কামনা করবে।

www.pathagar.com

তার মুখতো কবরের মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। (সহীহ মুসলিম)

মহাগ্রন্থ আল কুরআন কি জন্য নাযিল হয়েছে এবং কুরআনে কি আছে

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)

ক) আমি আপনার প্রতি এক কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ। (সূরা আন নাহল : ৮৯)

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٥٥)

খ) এটি এমন এক গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, অত্যন্ত মঙ্গলময়, অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর, যাতে তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও। (সূরা আনয়াম : ১৫৫)

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)

গ) এটি একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অবলোকন করে এবং বুদ্ধিমানগণই উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা আস্ ছোয়াদ : ২৯)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (١٧)

ঘ) আমি এ কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বুঝার জন্য, অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (এ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে)। (সূরা আল ক্বমার : ১৭)

www.pathagar.com

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (٤٥)

ঙ) অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন। (সূরা ক্বাফ : ৪৫)

খালেস তাওবার মাধ্যমে কৃত গুণাহ্ ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣)

ক) (হে নবী) বলে দিন, হে আমার বান্দারা যারা নিজের আত্মার উপর যুলুম করেছ আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দিবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আয যুমার : ৫৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (٨)

খ) হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তাওবা কর– আন্তরিক তাওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা আত্ তাহরীম : ৮)

হাদীস : ক) হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাওবা হচ্ছে ছয়টি বিষয়ের একত্রিত সমাবেশের নাম। যেমন–

www.pathagar.com

১. অতীত মন্দ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
২. যেসব ফরয, ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে সেগুলোর শরীয়ত সম্মতভাবে কাযা আদায় করা।
৩. অপরের হক ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা ফেরত দেওয়া।
৪. কাউকে হাতে বা মুখের দ্বারা কষ্ট দিয়ে থাকলে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেয়া।
৫. ভবিষ্যতে সে সব গুণাহে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হওয়া।
৬. নিজেকে যেভাবে আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানি করতে দেখেছিল, সেভাবে এখন আল্লাহ্ তায়ালার বিধি-নিধান পালনে নিজেকে দেখা। (মাযহারীর বর্ণনা)

খ) এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল (সা:) বলেন– তোমাদের কাউকে তার সৎ কর্ম মুক্তি দিতে পারবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা কৃপা ও রহমতের ব্যবহার না করেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনকেও কি মুক্তি দিতে পারে না? তিনি বললেন– হ্যাঁ আমাকেও। (বুখারী ও মুসলিম)

নামায ও রোজার গুরুত্ব ও নির্দেশ

নামাযের নির্দেশ –

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

ক) আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দান এবং যারা নামাযে অবনত হয়, তাদের সাথে তোমরা অবনত হও (জামায়াতের নামায আদায় কর)। (সূরা আল বাকারা : ৪৩)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)

www.pathagar.com

খ) সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের, আর আল্লাহ্‌র সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। (সূরা আল বাকারা : ২৩৮)

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (٢٩)

গ) এবং তোমরা প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমন্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। (সূরা আল আরাফ : ২৯)

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ (٤٥)

ঘ) নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত : ৪৫)

হাদীস : ক) রাসূল (সাঃ) বলেন : যার নামায তাকে অশ্লীলতা অসামাজিক ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখেনা, সে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আর শৈথিল্য পরায়ণ অমনোযোগীর নামায তাকে অশ্লীল, নিষিদ্ধ কাজ ও কথা থেকে বিরত রাখতে পারে না। (তিরমিযী)

খ) রাসূল (সাঃ) বলেন : আল্লাহ্‌ বলেন, বান্দা নামাযে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যানে থাকে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বান্দাকে আমার রহমতের দৃষ্টিতে রাখি। আর বান্দা যখন সেই ধ্যান ত্যাগ করে অন্যদিকে মনোনিবেশ করে, তখন আমার রহমতের দৃষ্টি তার থেকে উঠিয়ে নেই। (তিরমিযী)

গ) হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল, সুফিয়ান সওরী ও হাসান বসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁদের অভিমত এটা যে– খুশু-খুজুর সাথে এবং একাগ্রচিত্তে বিনয় ও নম্রভাবে নামায আদায় করতে হবে। ফরয নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। নতুবা পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বরং নামায ভঙ্গ বা নষ্ট হওয়ার শামিল। (মাযহারী)

www.pathagar.com

রোজার নির্দেশ–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (١٨٤)

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। গণনার কয়েকদিনের জন্য, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। (সূরা আল বাকারা : ১৮৩-১৮৪)

হাদীস : ক) রাসূল (সা:) বলেন : যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে পূর্ণ সাওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে এবং তারাবীহ ও অন্যান্য ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করবে সে ব্যক্তি নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। অবশ্যই পরের হক নষ্ট বা আত্মসাত হতে বিরত থাকতে হবে। (নাসায়ী শরীফ)

খ) রাসূল (সা:) বলেন– মুমিনের রোজা তাকে দোযখের অগ্নি হতে পরিত্রাণ দিবে এবং রোজা হচ্ছে মুমিনের জন্য ঢাল ও সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ। (বাহহাকী শরীফ)

গ) রাসূলে আকরাম (সা:) বলেন : যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা ও অসৎ আচরণ ত্যাগ করবে না তার উপবাস থাকার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তার রোজা কবুল করবেন না। (বুখারী শরীফ)

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহ্র পথে সর্বান্তকরণ প্রচেষ্টা

জিহাদের সংজ্ঞা : বিশ্বমানবতার কল্যাণার্থে সমগ্র পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধন করার জন্য ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী নতুন করে

www.pathagar.com

সমাজব্যবস্থা গঠন করাই ইসলামের চরম লক্ষ্য। আর সেই কাজের জন্য প্রয়োজন একদল আদর্শবাদী বিপ্লবী মুসলমান। এ দলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলাম অনুমোদিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ঈমানে অগ্রগামী মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করা।

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ : এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি কিংবা দল যখন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে অথবা ইসলামি মতাদর্শ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র বিধান বা আইন প্রণয়নের জন্য চেষ্টা করবে। তখন তার বা দলের প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে হবে, মানব সমাজে সুবিচার পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যাতে পরকালে মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

জিহাদ সম্পর্কে পবিত্র কালামে বলা হয়েছে–

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (٧٦)

ক) ঈমানদার লোকেরা লড়াই করে আল্লাহ্‌র পথে আর কাফেরগণ লড়াই করে তাগুতের পথে (তাগুত মানে খোদাদ্রোহীতা)। (সূরা আন নিসা : ৭৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

খ) হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের প্রতি মজবুত বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ দিয়ে ও জীবনপণ করে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

করবে, আর এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (সূরা আছ ছফ : ১০-১১)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٩)

গ) তিনিই তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে এ দ্বীনকে সকল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও মুশরিকেরা তা অপছন্দ করে। (সূরা আছ ছফ : ৯)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)

ঘ) তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণের পর সন্দেহ পোষণ করেনা এবং আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ দিয়ে প্রাণপণ করে জিহাদ বা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে তারাই মুমিন। (সূরা আল হুজরাত : ১৫)

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

www.pathagar.com

ঙ) বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়। তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র ফায়সালা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করে না। (সূরা আত্ তাওবাহ : ২৪)

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٤)

চ) অতএব আল্লাহ্র কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য, বস্তুত: যারা আল্লাহ্র রাহে লড়াই করে অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে আমি তাদেরকে মহা সাফল্য দান করবো। (সূরা আন নিসা : ৭৪)

হাদীস : ক) হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা:) বলেছেন– যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ সে না জিহাদ করেছে আর না তার মনে জিহাদের জন্য কোন চিন্তা সংকল্প ও ইচ্ছার উদ্রেক হয়েছে। তবে সে ব্যক্তি মুনাফিকের ন্যায় মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ্ মুসলিম)

খ) এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা:) বলেন : যে ব্যক্তির দুটি পা আল্লাহ্র পথে জিহাদে ধুলিতে আচ্ছন্ন হয়েছে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারে না। (সহীহ্ বুখারী)

গ) রাসূল (সা:) বলেন : যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে জিহাদের চিহ্ন ব্যতিত উপস্থিত হবে, সে অসম্পূর্ণ ঈমান নিয়ে উপস্থিত হবে। কেননা জিহাদ ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে না। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

ঘ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন : দুনিয়া মুমিনদের জন্য কয়েদখানা আর কাফিরদের জন্য স্বর্গ বা শান্তির স্থান। (সহীহ মুসলিম)

দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ামতের প্রার্থক্য

১. দুনিয়ার নিয়ামত অতি অল্প আর আখিরাতের নিয়ামত পরিমাণহীন।

২. দুনিয়ার নিয়ামত কখনো আছে আবার কখনো নাই আর আখিরাতের নিয়ামত নিত্য অপুরন্ত।

৩. দুনিয়ার নিয়ামতের সাথে অস্থিরতা রয়েছে আর আখিরাতের নিয়ামত সকল জঞ্জাল মুক্ত।

৪. দুনিয়ার নিয়ামত পাওয়া না পাওয়া অনিশ্চিত আর আখিরাতের নিয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী ও পরহেযগারদের জন্য নিঃসন্দেহে নিশ্চিত। (তাফসীরে কবীর)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সদস্য বা রুকন প্রার্থীর সংক্ষিপ্ত ইসলামি সাহিত্যের সিলেবাস

ইসলামি সংগঠনের একজন সদস্য বা রুকন হওয়ার জন্য যে ইসলামি জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন, তার নিমিত্তে যে সকল বই/পুস্তক পড়া এবং বুঝা একান্ত জরুরী সেগুলোর মধ্যকার কয়েকটি পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলো : যা সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য যথাসম্ভব সাহায্য করবে। তবে জামায়াতে ইসলামি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পেতে হলে নিম্নের পুস্তকগুলো অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে :

১. পরিচিতি - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
২. গঠনতন্ত্র - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
৩. সংগঠন পদ্ধতি - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
৪. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য।
৫. মেনিফেষ্টো - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
৬. বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
৭. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
৮. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি।

ব্যক্তিগত মান ও সংগঠনের অগ্রগতির জন্য পড়তে হবে :

১. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।
২. ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী।
৩. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান।
৪. হেদায়াত।
৫. সত্যের সাক্ষ্য।
৬. জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।

www.pathagar.com

৭. আসান ফিকাহ্।
৮. রাসায়েল ও মাসায়েল
৯. রাহে আমল
১০. এন্‌তেখাবে হাদীস।

পয়েন্ট আকারে কয়েকটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১. পরিচিতি :

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ ইং সন। আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

এ সংগঠন হচ্ছে :

ক. ইসলামি জ্ঞান চর্চার এক নিখুঁত পরিকল্পনা।
খ. চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বিপ্লব।
গ. উন্নত চরিত্র গঠনের এক মজবুত সংগঠন।
ঘ. জনসেবা ও সমাজ সংস্কারের এক বাস্তব কর্মসূচি।
ঙ. আদর্শ রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের এক বলিষ্ঠ আন্দোলন।

এ পুস্তকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে :

১. জামায়াতের বুনিয়াদী আকীদা ও বিশ্বাস।
২. জামায়াতের আদর্শ।
৩. এ জামায়াত কোন্ ধরনের সংগঠন।

ইসলাম সম্পর্কে জানা ও বুঝার জন্য আলোচিত হয়েছে :

১. ইসলামের তাৎপর্য।
২. ইসলামের ব্যাপকতা।
৩. ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব।
৪. খেদমতে দ্বীন ও কায়েমী স্বার্থ।
৫. জামায়াতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব।

www.pathagar.com

ইসলামি রাষ্ট্র, সমাজ ও সরকার কায়েম করতে হলে– এ বিরাট কাজের উপযোগী একদল লোক তৈরি করতেই হবে। সে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিজ্ঞানসম্মত ও গণতান্ত্রিক পন্থায় কর্মসূচি অনুযায়ী অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

১. জামায়াতের তিন দফা দাওয়াত।

২. জামায়াতের চার দফা কর্মসূচি।

৩. ইসলাম বিজয়ের জন্য শর্ত।

৪. জামায়াতের লোক তৈরির পদ্ধতি।

লোক তৈরির পদ্ধতি নিম্নরূপ:

ক) যখন কেহ জামায়াতের সহযোগী সদস্য ফরম স্বইচ্ছায় পূরণ করেন, তখন থেকেই ইসলামি আন্দোলনের বীজ তার মন-মগজে রোপণ হয়।

খ) জামায়াতের কোন কর্মী এ সহযোগী সদস্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আস্তে ধীরে আলাপ-আলোচনা, ভাব বিনিময় ও বই-পুস্তক পড়ানোর মাধ্যমে তাকে সাপ্তাহিক বৈঠকে হাজির করার চেষ্টা চলে। এ সাপ্তাহিক বৈঠকই হলো লোক তৈরির ব্যবস্থাপনা।

গ) সাপ্তাহিক বৈঠকে নিয়মিত হাজির হলে কর্মী হিসেবে তিনি গণ্য হন। তাকে দু'ধরনের কাজ করতে হয়। প্রথম কাজ হলো নিজেকে খাঁটি মুসলিম রূপে তৈরি করা। দ্বিতীয় কাজ হলো অন্যান্য মানুষকে এ পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। সেই সাথে প্রতিদিনের কাজের হিসাব রাখা অর্থাৎ রিপোর্ট বই পূরণ করা। তাছাড়া আল্লাহ্ যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাঁর পথে প্রতি মাসে একটা অংশ দান করা যা আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ। উল্লেখ্য যে, একজন সহযোগী যখন এ নিয়মে চারটি কাজ করবেন তখন তিনি একজন পূর্ণমানের কর্মী হিসেবে পরিগণিত হবেন।

ঘ) আর একজন কর্মী যখন নিজেকে একজন খাঁটি মুসলিম হওয়ার জন্য সচেষ্ট হন, তখন তাকে শপথের মাধ্যমে জামায়াতের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

www.pathagar.com

জামায়াতের কর্মী ও সদস্যদের মান বৃদ্ধির জন্য উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এক হতে তিন দিনের শিক্ষা শিবির করা হয়। এসব ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাদের মন-মগজ ও চরিত্র ইসলাম মোতাবেক গড়ে ওঠে। তাছাড়া বিভিন্ন কর্মী সভা ও শিক্ষা সভার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলো লোক তৈরীর ব্যবস্থাপনা, তাই সংগঠনকে খাঁটি মানুষ তৈরির কারখানা বলা হয়। যাদের অন্তরে ঈমানের জোস তৈরি হয় তারা সংগ্রামী সাহসী নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী কর্মী হিসেবে সকল ক্ষেত্রেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করেন।

ঙ) জামায়াত সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এখানে মোট ২৭টি বিভাগ উল্লেখ আছে। প্রয়োজনে আরও বিভাগ খোলা যেতে পারে। যথা : ১. সংগঠন ২. পরিকল্পনা ৩. প্রশিক্ষণ ৪. প্রকাশনা ৫. বাইতুলমাল ৬. প্রচার, গবেষণা ৮. শিক্ষা ৯. অর্থনীতি ১০. কৃষি ১১. শিল্প ও বাণিজ্য ১২. সমাজকল্যাণ ১৩. সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৪. বৈদেশিক ১৫. রাজনৈতিক ১৬. সংসদীয় ১৭. আইন ১৮. তথ্য ১৯. কূটনৈতিক ২০. স্বাস্থ্য ২১. শ্রম ও জনশক্তি ২২. মহিলা ২৩. ছাত্র ২৪. ছাত্রী ২৫. ওলামা ২৬. দারুল আরাবিয়া ও দারুল ইফতা ২৭. অমুসলিম বিভাগ।

২. ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী

কোন আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ও কৃতকার্য হওয়ার জন্য কর্মীদের মাঝে যে গুণাগুণ ও কার্যক্রম থাকতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

ভূমিকা : যারা সত্যই একটি ইসলামি সমাজ কায়েম করতে চান তাদেরকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে, এ কাজের জন্য কি কি জরুরী প্রয়োজন। যেমন–

ক) আগ্রহ উদ্যোগ ও যোগ্যতা।

www.pathagar.com

খ) ইসলামি সমাজ গঠনের প্রতিবন্ধকতা কি তা খুঁজে বের করে তা দূর করতে হবে এবং সমাজ সংস্কার ও গঠনের কাজে আগ্রহী লোককে সাহস দানের মাধ্যমে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নিতে হবে।

গ) গণতান্ত্রিক ও বিধানসম্মত উপায়ে অযোগ্য ব্যক্তির শাসন ও সরকার পরিবর্তনের ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করে ভোটের মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে যোগ্য কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে কর্মীদের মাঝে যেসব গুণাগুণ থাকা চাই, তা হচ্ছে–

১. **ব্যক্তিগত গুণাবলী**: ক) ইসলামের যথার্থ জ্ঞান খ) ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস গ) চরিত্র ও কর্ম এবং ঘ) দ্বীন হবে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

২. **দলীয় গুণাবলী**: ক) ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা খ) পারস্পরিক পরামর্শ গ) সংগঠন ও শৃঙ্খলা ঘ) সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা।

৩. **পূর্ণতা দানকারী গুণাবলী**: ক) আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন খ) আখিরাতের চিন্তা পোষণ করা গ) চরিত্র ও মাধুর্য ঘ) ধৈর্য ও প্রজ্ঞা।

এ কাজে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যেসব গুণ থাকা উচিত, সেগুলো হচ্ছে –

১. দ্বীনের নির্ভুল জ্ঞান।

২. দ্বীনের প্রতি অটুট বিশ্বাস।

৩. সে অনুযায়ী চরিত্র গঠন ও কর্ম সম্পাদন।

৪. নিজেকে এ কাজে প্রতিষ্ঠিত করাকে জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করা।

যারা এ কাজ সম্পাদনে অগ্রণী তাদের মধ্যে যেসব গুণ থাকা উচিত সেগুলো হচ্ছে–

১. পারস্পরিক ভালোবাসা।

২. পরস্পরের প্রতি সুধারণা রাখা।

৩. আন্তরিকতা ও সহানুভূতি।

www.pathagar.com

৪. কল্যাণ কামনা ও পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার।

৫. সংগঠন ও শৃঙ্খলা।

৬. নিয়মানুবর্তীতা।

৭. সহযোগিতা ও টীমস্পিরিট।

৮. পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা এবং ইসলামি রীতি-নীতির প্রতি নজর রাখা।

৯. সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করা, সমালোচনা হতে হবে ভদ্রতার সাথে যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয়।

মৌলিক ও অসৎ গুণাবলী, যা ত্যাগ করতে হবে–

১. **গর্ব ও অহংকার** : এসব থেকে বাঁচার উপায়– বন্দেগীর অনুভূতি সৃষ্টি করা, আত্মবিচার, মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বলা এবং দলগতভাবে প্রচেষ্টা করা।

২. **প্রদর্শনের ইচ্ছা** : যা দূরকরণার্থে প্রয়োজন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও সামষ্টিক প্রচেষ্টা।

৩. ক্রটিপূর্ণ নিয়ত।

মানবিক দুর্বলতা : যা ত্যাগ করা জরুরী।

১. আত্মপূজা ও আত্মপ্রীতি

২. হিংসা ও বিদ্বেষ

৩. অপরের প্রতি কু-ধারণা

৪. গীবত বা পরনিন্দা

৫. চোখলখোরী

৬. কানাকানি ও ফিসফিসানী

৭. মেজাজের ভারসাম্যহীনতা

৮. একগুয়েমী

৯. সংকীর্ণমনা

১০. তওবা বা এস্তেগফার-এর মাধ্যমে এসব দোষ-ক্রটি দূর করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

৩. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি

এ বইটি ১৯৪৫ সালের ২১শে এপ্রিল পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠান কোটস্থ দারুল ইসলামের মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর একটি ভাষণ।

এ বইটিতে নৈতিকতার মূল ভিত্তি সম্পর্কে সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই বইটির সার সংক্ষেপ আলোচনা করা হলো : বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্র হতে ফাসেক, আল্লাহ্দ্রোহী ও পাপিষ্ঠ লোকদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য উৎখাত করে তদস্থলে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করাকে পরকালে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উপায় বলে বিশ্বাস করা।

নেতৃত্বের গুরুত্ব :

ক) সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দ্বীন ইসলামের মূল লক্ষ্য

খ) নেতৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্র নিয়ম

গ) মানুষের উত্থান পতন নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভরশীল

ঘ) মৌলিক মানবীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ ঙ) ইসলামি নৈতিকতা

চ) মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও ইসলামি চরিত্রের তারতম্য

ছ) নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র নীতির সার কথা

জ) ইসলামি নৈতিকতার চার স্তর। যথা– ঈমান, ইসলাম তাকওয়া ও ইহ্সান

ঝ) ভুল ধারণার অপনোদন।

৪. হেদায়াত

বইটি মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর ভাষণ–

চারদিন ব্যাপী সম্মেলনের পর বিদায় ভাষণে তিনি সহকর্মী রুকন এবং কর্মী ও সহযোগী সদস্যদের উদ্দেশ্যে জামায়াতের কর্মপন্থা সম্পর্কে জরুরী কিছু কথা বলেন :

ক) আল্লাহ্ তয়ালার সাথে সম্পর্ক এবং সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়।

খ) সম্পর্কের বিকাশ সাধন ও সম্পর্ক যাঁচাই করা।

www.pathagar.com

গ) আখিরাতকে অগ্রাধিকার ও আখিরাতের চিন্তার লালন।
ঘ) অযথা অহমিকা বর্জন।
ঙ) পারস্পরিক সমালোচনার সঠিক পন্থা।
ছ) আনুগত্য ও নিয়ম শৃঙ্খলা সংরক্ষণ।
জ) নেতৃবৃন্দের প্রতি উপদেশ ও শেষ কথা।
ঝ) বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা এবং বিরোধিতার ধরণ ও আচরণ।

৫. সত্যের স্বাক্ষ্য

বইখানির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, মুসলিম ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে একজন মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? সে দায়িত্ব পালনের মৌখিক ও বাস্তব পন্থা কি? এ বিষয়ে এর বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পাকিস্তানের শিয়ালকোটের মুরাদপুর নামক স্থানে সাধারণ সম্মেলনে মাওলানা মওদূদী (রঃ) যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তারই একাংশ।

সত্যের সাক্ষ্য বলতে কি বুঝায়? সাক্ষ্য দুই প্রকার– মৌখিক সাক্ষ্য বলতে বুঝায় নবীর মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সত্য এসে পৌঁছেছে তা বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরা। মানুষকে বুঝাবার জন্য ও তাদের অন্তরে প্রবেশ করার জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করে দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচারকে প্রসার করে সকল উপায় উপকরণ ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীনের সাথে দুনিয়ার মানুষের পরিচয় করে দেয়াই হচ্ছে মৌখিক সাক্ষ্য।

বাস্তব সাক্ষ্য : বাস্তব সাক্ষ্য দানের অর্থ হচ্ছে, আমরা যে সব নিয়ম-নীতিকে সত্য বলে প্রচার করি, আমাদের বাস্তব জীবনেও সেগুলোকে প্রতিফলিত করতে হবে। দুনিয়ার মানুষ যেন আমাদের কাছ থেকে কেবল ঐ নীতিগুলোর মৌখিক সত্যতাই না পায়। বরং তারা যেন স্বচক্ষে আমাদের বাস্তব জীবনে ঐ সবের সৌন্দর্য ও কল্যাণকারীতা প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং আমাদের নৈতিক চরিত্র ও আচার ব্যবহারের মাধ্যমে এসবের সাধ আস্বাদন করতে পারে। এরই নাম বাস্তব সাক্ষ্য।

www.pathagar.com

এ সাক্ষ্য দানের পদ্ধতি বা কার্যক্রম বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ : যেমন– ক) আমাদের দাওয়াত খ) মুসলমানের দায়িত্ব গ) সাক্ষ্য দানের গুরুত্ব ঘ) চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ঙ) জবাবদিহিতা চ) সাক্ষ্য দানের পূর্ণতা ছ) সত্য গোপনের শাস্তি জ) মুসলমানদের সমস্যা ও তার সমাধান ঝ) আমাদের উদ্দেশ্য ঞ) আমাদের কর্ম-পদ্ধতি।

৬. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান

ইসলামি সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনের জন্য কর্মীদের চরিত্রই মুখ্য হাতিয়ার। যারা ইসলামকে একটা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের যে সমস্ত গুণাগুণ ও কার্যক্রমের প্রয়োজন সে সম্পর্কে বইটিতে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৬০ সালে লেখক নঈম সিদ্দিকী উর্দুতে লাহোর থেকে বইটি প্রকাশ করেন। তখন বইটির নাম ছিল "তামীরে সীরাতকে লাওয়াযিম"। পরবর্তীতে লেখক জনাব আব্দুল মান্নান তালিব কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ করা হয় এবং বইটির নাম দেওয়া হয়– "চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান"।

চরিত্র গঠনের মৌলিক কার্যক্রমগুলো পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো : যথা–

১. **আল্লাহ্র সাথে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন:** ক) মৌলিক ইবাদত খ) কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন গ) নফল ইবাদত ঘ) সার্বক্ষণিক যিকির।

২. **সংগঠনের সাথে সম্পর্ক:** ক) আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্যতা খ) ইসলাম অন্ধ আনুগত্যের দাবী করে না গ) ব্যক্তি পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু আনুগত্য পরিবর্তন হতে পারে না।

৩. সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক:

ক) দায়িত্বশীল ব্যক্তি বাস্তব অবস্থার উপর চিন্তা করে কর্মীদের সাথে আচরণ করবে

খ) কর্মীদের কাজকর্ম অবলোকন করা এবং তাদের আচার-আচরণ সুন্দর ও সংশোধন করা। দোষ-ক্রটির জন্য ক্ষমা করে দেয়া

www.pathagar.com

গ) বিভিন্ন কাজকর্ম তাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে হওয়া চাই, যাতে কোন মতানৈক্যের সৃষ্টি না হয়।

ঘ) কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে তার উপর দৃঢ় থাকা এবং আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাত কামনা করা।

৭. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক রচিত হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর ৭টি বৈশিষ্ট্য। যথা–

১. বিপ্লবী দাওয়াত।
২. ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি ক) ঈমান খ) ইল্‌ম গ) আমল।
৩. তাওকয়া ভিত্তিক সংগঠন।
৪. নেতৃত্ব সৃষ্টির পদ্ধতি।
৫. জামায়াত ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করে না।
৬. কর্মীদের আর্থিক কুরবানী বায়তুলমালের উৎস।
৭. বিরোধীদের সাথে জামায়াতের আচরণ।

৮. আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, বাংলায় অনুবাদ : মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, জিহাদ শব্দের অর্থ : সংগ্রাম, আন্দোলন, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। কীতাল শব্দের অর্থ হচ্ছে– যুদ্ধ, যা বিভিন্ন অস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই জিহাদ ও কীতাল একই অর্থে ব্যবহার হতে পারে না। ভাষাগত দূরদর্শী জ্ঞানহীন লোকেরা জিহাদ শব্দের অর্থ যুদ্ধ বলে সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকে।

অতএব, জিহাদ সম্পর্কে জানার জন্যে বিভিন্ন দিকগুলো বর্ণিত হলো :

১. জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার কারণ।
২. জিহাদের তত্ত্বকথা।
৩. জিহাদ আল্লাহ্‌র পথে।

www.pathagar.com

৪. ইসলামি বিপ্লবের আহ্বান।
৫. ইসলামি বিপ্লবী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য।
৬. জিহাদের প্রয়োজন ও তার লক্ষ্য।
৭. বিশ্ব বিপ্লব।

৯. গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী–

ভূমিকা : তাওহীদ, খিলাফত, রিসালাত, নবুয়াত, পরকাল (জান্নাত ও জাহান্নাম) ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। এই মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামি সমাজ গঠনের মহান উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এর "গঠনতন্ত্র" প্রণিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় :

ধারা-১ : নাম- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

ধারা-২ : মৌলিক আকীদা- এই সংগঠনের মৌলিক আকীদা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর বাণী প্রচারক। এ কালিমার প্রথম অংশের মর্মার্থ হচ্ছে– আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই অর্থাৎ এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রব, মাবুদ এবং সার্বভৌম সত্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। এ সবের কোন দিক দিয়েই তাঁর কোন শরীক নেই।

কালিমার দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে– মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল এবং বাণী প্রচারক। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যে হেদায়াত ও আইন বা বিধান রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে, সে অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে নমুনা কায়েম করার জন্যই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিযুক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ধারা-৩ : উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য– বাংলাদেশ তথা সমগ্রবিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

ধারা-৪ : জামায়াতের স্থায়ী কর্মনীতি-

১. কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কোন কর্মপন্থা গ্রহণের সময় জামায়াত উক্ত বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে।

২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য জামায়াতে ইসলামী এমন কোন উপায় বা পন্থা অবলম্বন করবে না যা সততা ও বিশ্বাস পরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যার ফলে দুনিয়ায় ফিতনা ফাসাদের সৃষ্টি হয়।

৩. জামায়াত অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করবে অর্থাৎ দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং সংগঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোকদের মন-মগজ ও চরিত্রের সংশোধন করে জামায়াতের অনুকূলে জনমত গঠন করবে।

ধারা-৫ : জামায়াতের তিন দফা দাওয়াত –

১. সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি বিশেষভাবে মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করার আহ্বান।

২. ইসলাম গ্রহণকারী ঈমানের দাবীদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তবজীবনে কথাও কাজের গরমিল পরিহার করে খাঁটি ও পূর্ণ মুসলমান হওয়ার আহ্বান।

৩. সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করে সমাজ ও রাষ্ট্র হতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ, অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটানোর আহ্বান।

www.pathagar.com

ধারা-৬ : জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচি–

১. সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।

২. জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে সংগঠিত করে জাহিলিয়াতের মোকাবেলায় যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী রূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান করা।

৩. ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন ও পরিবর্তন সাধন এবং দুঃস্থ মানবতার সেবা করা।

৪. পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকল্পে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরের সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা। এ চার দফা কর্মসূচিকে সংক্ষেপে বলা হয়– ১. দাওয়াত ও তাবলীগ ২. তান্‌জীম ও তারবিয়াত ৩. ইস্‌লাহে মোয়াশারা ৪. ইস্‌লাহে হুকুমাত।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

ধারা-৭ : সদস্য বা রুকন হওয়ার শর্তাবলী–

১. জামায়াতের মৌলিক আকীদা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বুঝে নেয়ার পর তিনি এ সাক্ষ্য দেন যে, এটাই তার জীবনের আকীদা।

২. জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা সহকারে বুঝে নেয়ার পর তিনি স্বীকার করেন যে, এটাই তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

৩. এই গঠনতন্ত্র পাঠ করার পর এই ওয়াদা করেন যে, তিনি ইহার অনুসরণে জামায়াতের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবেন।

৪. শরীয়তের নির্ধারিত ফরয ও ওয়াজিবসমূহ রীতিমত আদায় করেন এবং কবিরা গুনাহ হতে বিরত থাকবেন।

৫. আল্লাহর নাফরমানীর পর্যায়ে পড়ে এমন কোন উপার্জনের উপায় অবলম্বন না করেন।

www.pathagar.com

৬. অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদ বা কারো হক আত্মসাৎ করে থাকলে তা পরিত্যাগ করেন বা হকদারের হক ফেরত দিবেন।

৭. এমন কোন পার্টি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না যা জামায়াতে ইসলামীর আকীদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মনীতির পরিপন্থী।

৮. জামায়াতের সাংগঠনিক দায়িত্বশীলগণের দৃষ্টিতে তিনি সদস্য বা রুকন হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন।

ধারা-৯ : সদস্য বা রুকনের দায়িত্ব ও কর্তব্য –

১. দ্বীন সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পার্থক্য বুঝতে পারেন এবং শরীয়তের সীমা সম্পর্কে জানতে পারেন।

২. নিজের আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা ও কাজ কর্মকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক গড়ে তুলবেন।

৩. কুরআন ও হাদীসের বিপরীত সকল প্রকার জাহিলী নিয়ম প্রথা ও রসম রেওয়াজ হতে নিজের জীবনকে মুক্ত ও পবিত্র রাখবেন।

৪. অহংকার ও পার্থিব স্বার্থের কারণে যেসব হিংসা-বিদ্বেষ ও ঝগড়া-ঝাটি হয়ে থাকে তা হতে নিজের জীবন ও অন্তরকে পবিত্র রাখবেন।

৫. ফাসিক ও খোদা বিমুখ লোকদের সাথে দ্বীনের প্রয়োজন ব্যতীত সকল প্রকার ভালোবাসা পরিহার করে চলবেন এবং নেক লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন।

৬. নিজের সকল কাজ-কর্ম আল্লাহভীতি ও আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন করবেন।

৭. নিজের পরিবার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও এলাকার লোকদের মধ্যে দ্বীনি ভাবধারা প্রচার ও প্রসার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

www.pathagar.com

৮. আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নিজের সকল চেষ্টা সাধনা নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং জীবন ধারণের প্রকৃত প্রয়োজন ব্যতীত সকল তৎপরতা হতে বিরত থাকবেন।

৯. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করবেন।

তৃতীয় অধ্যায় :

জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো :

ধারা- ১২ : সাংগঠনিক স্তর

ধারা- ১৩ : কেন্দ্রীয় সংগঠন বিন্যাস

ধারা- ১৫ : আমীরে জামায়াত নির্বাচন

ধারা- ১৬ : আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ও অধিকার

ধারা- ১৭ : আমীরে জামায়াতের অব্যাহতি

ধারা- ১৮ : কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা

ধারা- ১৯ : কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন

ধারা- ২০ : কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কর্তব্য ও ক্ষমতা

ধারা- ২৩ : কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

ধারা- ২৫ : নায়েবে আমীর নির্বাচন

ধারা- ২৬ : সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচন

ধারা- ৫৪ : মহিলা বিভাগ–

ক) কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগ

খ) জেলা/ মহানগরী মহিলা বিভাগ

গ) উপজেলা/ থানা মহিলা বিভাগ

ঘ) পৌরসভা/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড মহিলা বিভাগ।

www.pathagar.com

সদস্য প্রার্থী ভাই/বোনদের অবশ্যই ধারা-১ হতে ধারা-৯ পর্যন্ত ভালোভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে মুখস্ত বা আয়ত্বে রাখতে হবে। ধারা-১২ হতে ধারা-৫৪ পর্যন্ত অধ্যয়নের মাধ্যমে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

অযু, গোসল, তাইয়্যাম্মুম, নামায ও রোজার ফরয ও ওয়াজিবসমূহের বর্ণনা

১. অযুর ফরয- ৪টি : যথা–

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা
২. দু'হাতের কনুইসহ ধৌত করা
৩. মাথার তিনভাগের এক অংশ মাসেহ করা
৪. দু'পায়ের টাকনুসহ ধৌত করা।

২. গোসলের ফরয-৩টি : যথা–

১. গরগরার সাথে কুলি করা
২. নাকের ভিতর নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছে দেয়া
৩. সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা। বিশেষভাবে কানের ভিতর বিভিন্ন জায়গাগুলোতে পানি পৌঁছে দেয়া।

৩. তাইয়্যাম্মুমের ফরয-৩টি : যথা–

১. নিয়্যত করা
২. সমস্ত মুখ একবার মাসেহ করা
৩. দু'হাতের কনুই পর্যন্ত একবার মাসেহ করা।

৪. নামাযে ফরয-১৩টি :

নামাযের বাইরে ৭ ফরয : যথা-

১. শরীর পবিত্র করা
২. কাপড় পবিত্র করা
৩. নামাযের স্থান পবিত্র করা/ জায়নামায পবিত্র করা
৪. সতর ঢেকে রাখা (পুরুষ ও নারী উভয়ের নির্ধারিত ফরয অংশ)

www.pathagar.com

৫. কেবলামুখী হওয়া
৬. ওয়াক্ত মোতাবেক নামায আদায় করা
৭. নামাযের নিয়্যত করা।

নামাযের ভিতরে ৬ ফরয : যথা–

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা
২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া
৩. নামাযে সূরা বা কিরাত পড়া
৪. রুকু করা
৫. প্রতি রাকাতে সেজদা করা
৬. শেষ বৈঠক করা।

নামাযে ওয়াজিব- ১৪টি : যথা–

১. প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া
২. ফাতেহার সাথে সূরা বা কিরাত মিলান
৩. ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকাতে সূরা বা কিরাত পড়া
৪. ভিতরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়া
৫. রুকু এবং সেজদায় তিন তাসবী পড়ার পরিমাণ সময় দেরি করা
৬. রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ান
৭. দুই সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা
৮. উভয় বৈঠকে তাশাহুদ পড়া
৯. তিন অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকাত শেষে বসা
১০. ইমাম জেহেরী নামাযে ফাতেহা ও কিরাত আওয়াজ করে পড়া এবং সেররী নামায মনে মনে পড়া
১১. ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা

www.pathagar.com

১২. প্রত্যেক রাকাতে ফরযের তরতিব ঠিক রাখা

১৩. প্রত্যেক রাকাতে ওয়াজিবের তরতিব ঠিক রাখা

১৪. ডানে ও বামে সালামের সাথে নামায শেষ করা।

৫. রোজার ফরয-২টি : যথা–

১. নিয়্যত করা

২. সেহরীর শেষ সময় হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত পানাহার গ্রহণ না করা।

যে সব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় :

১. ইচ্ছাকৃত নাকে বা কানে তৈল বা ঔষধ প্রবেশ করালে।

২. ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বোমি করা অথবা মুখের বোমি গিলে ফেলা।

৩. কুলি করার সময় অসাবধানতা বশতঃ গলায় পানি ঢুকে গেলে।

৪. ছোলার ডালের পরিমাণ বা তার চেয়ে বড় খাদ্য কণা দাতের ফাঁক থেকে বের হওয়ার পর খেয়ে ফেলা।

৫. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে থাকার পর ছোবহে ছাদেকের পর জাগরিত হওয়া।

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে লোবান বা অন্যান্য সুগন্ধির ধুয়া গলায় অথবা নাকে টেনে নেয়া।

৭. দিনের বেলা ছোবহে ছাদেক হতে ইফতারের পূর্ব সময়ে পানাহার করা।

৮. স্বামী-স্ত্রী মিলন করলে তাতে রোজার কাফরা দিতে হবে এবং কাযা ও আদায় করতে হবে।

৯. সূর্যাস্তের পূর্বে সূর্য অস্তমিত হয়েছে মনে করে ইফতার করলে।

১০. নশ্য গ্রহণ করলে।

উল্লেখিত কারণসমূহের দ্বারা রোজা ভঙ্গ হলে রোযা কাযা করতে হবে।

www.pathagar.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

একজন সদস্যপ্রার্থীর অবশ্যই নির্ধারিত পাঠ্যসূচি রয়েছে তা অধ্যয়ন করতে হবে। নতুবা তিনি এই সংগঠনের কার্যক্রম, জ্ঞান আহরণের কারীকুলাম এবং লোক তৈরীর যে ব্যবস্থা রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন না, এমনকি নিজেও অপরিপক্ক থেকে যাবেন।

অতএব মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আকুল আবেদন, তিনি যেন আমাদিগকে তাঁর মহা মূল্যবান জান্নাতের পথে চলার মধ্য দিয়ে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

- ছহীহ্ সালাত ও সিয়াম আদায় শিক্ষা
- শত দোয়ার আমল ও অযিফা
- মু'মিনের মৌলিক কর্মসূচী
- মুক্তির পয়গাম
- জান্নাতের পথ
- ইবাদতের তত্ত্বকথা

প্রকাশক
প্রকৌশলী মোঃ আবুল হাসেম